দাম্পত্য জীবনের আট বছরে সাকিব-শিশির

দাম্পত্য জীবনের আট বছরে বাংলাদেশের ক্রিকেট সুপারস্টার সাকিব আল হাসান ও উম্মে আহমেদ শিশির। ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর তাদের বিয়ে হয়। এই জুটির অষ্টম বিবাহবার্ষিকী আজ শনিবার।

১২-১২-১২। সংখ্যার বিচারে অনেকের কাছেই দিনটি ছিল বিশেষ দিন। এ রকম একটি দিনকে তাই অনেকেই অনেকভাবে স্মরণীয় করে রেখেছেন। ঠিক যেমন বাংলাদেশের ক্রিকেট অন্তঃপ্রাণ সাকিব আল হাসান এই দিনটি বিয়ের পিঁড়িতে বসে স্মরণীয় করে রেখেছেন। ওই দিনে, ৮ বছর আগে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন উম্মে আহমেদ শিশিরকে।

সাকিবপত্নী শিশিরের বাড়ি নারায়ণগঞ্জে। তিনি পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেন। সেখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেছেন। ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দুজনের পরিচয়। এরপর প্রণয়। শেষ পর্যন্ত প্রণয় পরিণত হয় পরিণয়ে।

শিশিরের কোলজুড়ে ২০১৫ সালের নভেম্বরে আসে নতুন অতিথি আলাইনা হাসান আব্রি। কন্যা-অন্তঃপ্রাণ সাকিব বেশিদিন এই অদ্ভূত মিষ্টি মেয়েকে ছাড়া থাকতে পারেন না।

এবার তার ঘরে এসেছে আরেক অতিথি। এ নিয়ে গত ১১ মে এক স্ট্যাটাসে সাকিব লেখেন,‘আমাদের ছোট্ট পরী, পরিবারের নতুন সদস্য ইররাম হাসানের আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তার সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সবার কাছে আশীর্বাদ ও দোয়া কামনা করছি।’

বর্ণবাদবিরোধী অবস্থানে

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

থাকলেও তাকে স্মরণ করেছেন শাওন। ফেসবুকে ছবি দিয়েছেন। লিখেছেন ‘শুভ ১৬’। ২০০৪ সালের এ দিনে বিয়ে হয়েছিল হ◌ুমায়ূন আহমেদ ও মেহের আফরোজ শাওনের। বিয়ের দিনের নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনা কথায় রূপ দিয়ে ২০১৭ সালে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন শাওন। এ বছর আবারও সেই স্মৃতি শেয়ার করেছেন তিনি। সেই পোস্টে শাওন লিখেছিলেন:

অশুভ ১৩…
এই ১৩ সংখ্যাটাই আমার জন্য সবচেয়ে শুভ… আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির জন্ম ১৩ তারিখ… আমাদের বিয়ের দিন তারিখও ১৩ হবার কথা ছিল… কিন্তু হঠাৎ করেই হুমায়ূন ভাবলেন একদিন আগেই বিয়ে করবেন… ঠিক করলেন ২০১২ সালের ডিসেম্বরের ১২ তারিখ (১২/১২/১২) ধুমধাম করে উদযাপন করবেন (বছরে ১৩ তম মাস থাকলে হয়তো ১৩/১৩/১৩ উদযাপনের কথা ভাবতেন তিনি)…

এতোক্ষণে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে নানান গল্প ফেঁদে, ইনিয়ে বিনিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি ডিসেম্বর ১২ আমাদের বিবাহের তারিখ… হুম তাই… ।
খুব সাদামাটাভাবেই হওয়ার কথা ছিল আমার বিয়েটা… ভেবেছিলাম কোনরকম একটা শাড়ি পড়ে তিন বার কবুল বলা আর একটা নীল রঙের কাগজে কয়েকটা সাইন…

হুমায়ূন এর বন্ধুরা আছেন তাঁর পাশে.., আর আছেন তাঁর মা… প্রকাশক মাজহারুল ইসলামের মা (আমার শাশুড়ি মা’র প্রিয় বান্ধবী) যখন তাঁর কাছে বিয়ের খবর জানিয়ে আমাদের জন্য দোয়া চাইতে গেলেন তখন তিনি স্পষ্টভাবে বললেন তাঁর বড়পুত্রের বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে… বড়পুত্র যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই নিজের ভালো বুঝেশুনেই নিয়েছে… নিজে উপস্থিত না হলেও প্রিয়পুত্রের সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর শুভকামনা সবসময়ই থাকবে…

আমার পরিবারের কেউ আমার সাথে নেই.., এমনকি নেই কোনও বন্ধুও… সবাই ত্যাগ করেছে আমাকে…

ডিসেম্বরের ১১ তারিখ হুমায়ূন আমাকে জোর করে পাঠালেন নিউমার্কেটে… উদ্দেশ্য একখানা হলুদ শাড়ি কিনে আনা, যেন সন্ধ্যায় আমি হলুদ শাড়ি পড়ে নিজের গায়ে একটু হলুদ মাখি… বললেন- “তোমার নিশ্চয়ই বিয়ে নিয়ে, গায়ে হলুদ নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল… আমাকে বিয়ে করার কারণে কোনোটাই পূরণ হচ্ছে না… আমি খুবই লজ্জিত… তারপরও আমি চাই আজ সন্ধ্যায় তুমি হলুদ শাড়ি পড়ে ফুল দিয়ে সাজবে… নিজের

জন্য.., তোমার ভবিষ্যত সন্তানের জন্য…, আমার জন্য… আমরা দু’জনে মিলে আজ গায়ে হলুদ করবো…”

আমি একা একা শাড়ি কিনলাম… গাঁদা ফুলের মালা কিনলাম… কি মনে করে একটা লাল পাঞ্জাবিও কিনে ফেললাম…

সন্ধ্যায় নিজে নিজে সাজলাম… বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে আমার চোখ ফেটে পানি চলে আসলো… চোখ মুছে খোঁপায়, কানে গাঁদাফুলের মালা গুঁজলাম… হঠাৎ শুনি বাথরুমের দরজায় ধুমধাম শব্দ… দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি ডালা কুলো হাতে মাজহার ভাইয়ের স্ত্রী স্বর্ণা ভাবী, পাশে ৩ বছরের ছোট্ট অমিয়… একটু দূরে লাল পাঞ্জাবি পড়া হুমায়ূন ঠোঁট টিপে হাসছেন… হই হই করে ঘরে ঢুকলো হুমায়ূনের আরও বন্ধু আর তাদের স্ত্রীরা… তারা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের রুমে…

চার-পাঁচটা প্রদীপ দিয়ে সাজানো ছোট্ট একটি পাশ… সেখানে হলুদের কি স্নিগ্ধ ছিমছাম আয়োজন…! লেখক মইনুল আহসান সাবের ভাইয়ের স্ত্রী কেয়া ভাবী আর মাজহার ভাইয়ের স্ত্রী স্বর্ণা ভাবী আমার আর হুমায়ূনের হাতে ‘রাখি’ও পড়িয়ে দিলো… সেকি খুনসুটি..! সে-কি আল্লাদ..! সে এক অন্যরকম গায়ে হলুদ… আরেক ভাবী নামিরা স-ব মেয়েদের হাতে মেহেদী দিয়ে দিলো… আমার আর হুমায়ূনের দুই গাল কাঁচা হলুদে রাঙা…

আহা… ২০০৪ সালের সেই রাত…

আজ ১২ ডিসেম্বর… ২০০৪ এর এই দিনে কুসুম আর হুমায়ূন নতুন জীবন শুরু করেছিলো…

কুসুমকে শুভেচ্ছা… কুসুমের হুমায়ূনকে শুভেচ্ছা…

ভাস্কর্য ইস্যুতে যে মামলা হয়েছে, তার তথ্য-উপাত্ত দুর্বল

: মাওলানা মামুনুল

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ইস্যুতে যে মামলা করা হয়েছে, তার তথ্য-উপাত্ত দুর্বল। প্রাথমিক তদন্তেই তা খারিজ হয়ে যাবে বলে আশা করছি।’ গতকাল বৃহস্পতিবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকারটি নিচে তুলে ধরা হল:

প্রশ্ন: আপনারা দাবি করছেন, ভাস্কর্য ও মূর্তি একই জিনিস…

মামুনুল হক: ইসলামের দৃষ্টিতে ভাস্কর্য ও মূর্তি একই জিনিস। মদিনা সনদের কোথাও ভাস্কর্য ও মূর্তিকে আলাদা বলা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের সংগঠনটি একটি সঠিক বিষয়কে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছে এবং দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। সরকার যদি আলেম-উলামাদের বাধা উপেক্ষা করে দোলাইরপাড়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন করে, তাহলে তারা কিছুই বলবেন না, তবে মনে দুঃখ পাবেন।

প্রশ্ন : আপনার বক্তব্যের কারণেই দেশে যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা কি অস্বীকার করবেন?
মামুনুল হক: ভাস্কর্য ইস্যুতে সরকারের কাঁধে ভর করে একটি গোষ্ঠী দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে। এখন যারা রাজনীতির মাঠ গরম করছে, তারা আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য ভালো করছে না। কারণ আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর পদপ্রত্যাশীরাই মূলত মাঠে রয়েছে।

ভাস্কর্য ইস্যুতে আমরা বা হেফাজতে ইসলাম সরকার বা কারো প্রতিপক্ষ নয়। এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে বেফাক সভাপতির নেতৃত্বে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, বৈঠকে সব সমাধান হয়ে যাবে। এটার সমাধান সরকারই করতে পারে। রাজপথে মোকাবেলার দরকার নেই। প্রচ্ছন্ন হুমকিদাতা অপচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করলেই কোনো সমস্যা হবে না। ইউটিউবে আমার দেওয়া বক্তব্য কাটছাঁট করে প্রচার করা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশ্ন: আপনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়েছে। কীভাবে মোকাবেলা করবেন?

মামুনুল হক: বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ইস্যুতে যে মামলা করা হয়েছে, তার তথ্য-উপাত্ত দুর্বল। প্রাথমিক তদন্তেই তা খারিজ হয়ে যাবে বলে আশা করছি।

প্রশ্ন: জামায়াতের সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততার অভিযোগ আছে। জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথাও বলেছেন।

মামুনুল হক: জামায়াতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো কথাও আমি বলিনি। তবে জামায়াত যদি দুটি বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভুল থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে তাদের সাথে যেকোনো দল ঐক্য করতে পারবে। বিষয় দুটি হচ্ছে; জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদীর বিভিন্ন বক্তব্য ইসলামের মূলভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যটি একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের ভূমিকা। ভবিষ্যতে ইসলামী দলগুলোকে নিয়ে এক ধরনের জোট করার চিন্তা আছে। কারণ ইসলামী দলগুলো একই বিষয়ে ভিন্নভাবে আন্দোলনে আছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ তো ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে আপনাদের রাজনীতি নিয়েই তো প্রশ্ন থাকে।

মামুনুল হক : মহান মুক্তিযুদ্ধের আগে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি ছিল না। এটি স্বাধীনতার পরে নতুন করে চেতনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা না থাকায় এ দেশের সবাই যুদ্ধে নেমেছিল। শুধু জামায়াতের একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষতার যে বিষয়টি আনা হয়েছে, তা আমরা সমর্থন করি না।

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময় ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানিরা তা না করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ইসলামকে ব্যবহার করেছে। এটা ছিল বড় ধরনের একটি প্রতারণা।

প্রশ্ন: আল্লামা শফীর অনুসারীরা হেফাজতের নতুন কমিটির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। হেফাজত কি শক্তি নিয়ে টিকে থাকতে পারবে?

মামুনুল হক: আল্লামা শফীর অনুসারী হিসেবে যাঁরা দাবি করছেন, তাঁরা কোনো শক্তিশালী অংশ নয়। তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটিও করতে পারেননি। আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরীর নেতৃত্বে হেফাজতের সবাই ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্য কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

নিষেধাজ্ঞার পরও পদ্মাসেতুর পিলারে লেখা-আঁকিবুকি

পদ্মাসেতুর পিলারের গায়ে লেখালেখি বা আঁকিবুকি আগে থেকে নিষেধ। তবু সেতু এলাকায় ঘুরতে যাওয়া লোকজন নিয়মিত এসব কাজ করছেন। বেশি ঘটেছে পদ্মার চরে থাকা পিলারগুলোতে, যা সম্পূর্ণ অবৈধ বলছে সেতু কর্তৃপক্ষ।

সরেজমিনে চরে থাকা তিন-চারটি পিলারে বিভিন্ন ধরনের লেখা ও আঁকিবুকি দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও চলছে নানা তর্ক-বিতর্ক। তবে বিষয়টি নজরে এসেছে সেতুর সবশেষ স্প্যান বসানোর পর।

সেতুর প্রকৌশলীরা জানান, শ্রমিক, প্রকৌশলীরা যখন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ করে যাচ্ছেন, সেখানে এরকম বিষয়গুলো মর্মাহত করে। তবে সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হলে তখন এসব থাকবে না। দর্শনার্থীদের এসব থেকে বিরত থাকা উচিত। সেনাবাহিনীর সদস্যদের এ ব্যাপারে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দেন প্রকৌশলীরা।

মাওয়া নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সিরাজুল কবীর বলেন, মুন্সিগঞ্জের মাওয়া অংশে থাকা পিলার যাতে সুরক্ষিত থাকে এজন্য নৌ-পুলিশের সদস্যরা কাজ করেন। চরের অংশে থাকা পিলারে যাতে কেউ লেখালেখি না করে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ট্রলার, স্পিডবোট চালকদেরও এ ব্যাপারে সচেতন করা হবে।

সূত্র : বাংলানিউজ

দামুড়হুদায় আ: লীগ নেতা আ: জাব্বারের ইন্তেকাল

দামুড়হুদা উপজেলা আ: লীগের সহ-প্রচার সম্পাদক আব্দুল জাব্বার মিয়া(৬৫) মরণব্যাধী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহী..রাজিউন)। আব্দুল জাব্বার দামুড়হুদা দশমীপাড়ার মৃত নুর বকশো মন্ডলের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার ভোরে ঢাকা হাই কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে আব্দুল জাব্বার স্ত্রী, তিন কন্যা,এক পুত্র সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে তার জানাজা নামাজ শেষে দশমী কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

জানাজা নামাজ পড়ান দামুড়হুদা উপজেলা মসজিদের ইমাম মুফতি আশরাফুল হক। তার মৃত্যুতে গভীর সমবেদনাসহ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে জানাজা নামাজে শরিক হন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য জননেতা হাজী আলি আজগর টগর, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান,

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা পাইলট সরকারি হাই স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক আ: মুন্নাফ, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি ইসমাইল হোসেন, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলি, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগনেতা হাবিবুর রহমান হাবিব, শাহিন উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু, আবুল হাশেমসহ শত শত মানুষ জানানজা নামাজে অংশ গ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া -৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি।

এসময় তিনি হাসপাতালে আগত রোগীদের ভোগান্তি দুর করতে এবং ঠিক চিকিৎসা সেবা দিতে চিকিৎসকদের প্রতি নির্দেশনা দেন।

সভায় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার আরএমও ডাঃ তাপস কুমার সরকারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বৃদ্ধের

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রিয়াজুল ইসলাম
(৬৫) নামের এ বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুর-জীবননগর সড়কের কাটাখালি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিয়াজুল উপজেলার কাগমারী গ্রামের মৃত জাবেদ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, রিয়াজুল ইসলামের স্ত্রী বেশ কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ। গতকাল শুক্রবার সকালে ডাক্তারের নিকট যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে নৌকা যোগে বের হয়ে কাটাখালি গিয়ে ওঠেন।

এরপর রাস্তা পার হওয়ার সময় পিছন দিক থেকে একটি প্রাইভেট কার

সজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় স্থানীয়রা গুরুতর আহত রিয়াজুলকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেকে নিয়ে আসেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রেফার্ড করেন। এরপরই তার মৃত্যু হয়।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জানান, দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধার হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু হয়। কোন অভিযোগ না থাকায় নিহতের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় মাটিখেকোদের অত্যাচারে বিলুপ্ত হচ্ছে কৃষি জমি

দামুড়হুদা উপজেলা সদরের নাপিতখালি কাঁঠালতলার মাঠে বেপরোয়া ভাবে মাটি কেটে কৃষি জমি বিলুপ্ত করছেন কয়েকজন ব্যক্তি। এসকল মাটিখেকোদের হাত থেকে কৃষক সমাজকে বাঁচাতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সচেতন মহলসহ কৃষক সমাজ।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় নাপিতখালি গ্রামের ভূমিদস্যু সানোয়ার, জাইদুল, জহির যে জমি কেটে ভাটায় মাটি দিচ্ছেন সে জমিটির চারপাশে ভুট্টা, সরিষাসহ রয়েছে খেজুর গাছের সমাহার। জমি থেকে ৩ টি মাটি বোঝায় ট্রাক নিয়ে ভাটার দিকে যাচ্ছেন। মাঠে আরও ১ টি ট্রাকে মাটি ভর্তি করার কাজ চলছে।

ভূমিদস্যুরা প্রভাবশালী হওয়ার অর্থের লোভে অসহায় নিরীহ কৃষকদের জমিতে লাগানো ফসলের ক্ষেত মাটি কেটে নষ্ট করছে। যে জমি কেটে মাটি নিচ্ছেন সে জমির খেজুর গাছ থেকে টপটপ করে রস পড়ছে আর তখনই গাছের গোড়া কাঁটার ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ ক’জন কৃষক আমাদের এ প্রতিনিধিকে জানান- দামড়হুদা উপজেলা সদরের নাপিতখালি গ্রামের কাঁঠালতলা খাল

নামক মাঠে নাপিতখালি গ্রামের সানু, জাইদুল ও জহির অনুমোদন বিহীন সরকারের আইন অমান্য করে মাটি কাটছে। মাটি কাটার এ উৎসবে প্রায় ৫/১০ টি গাড়ি ১২/১৩ টাকা দরে উপজেলা সদরের নাপিতখালি মোড়ের ফজলু মিয়া’র রেড ব্রিকস, বরুন বোসের নিউ বোস ব্রিকস, কোমরপুরের শামসুল মিয়া’র রেড ব্রিকসসহ বিভিন্ন ভাটায় বিক্রয় করছেন ভূমিদস্যুরা।

এতে ভূমিদস্যুদের শিকার হচ্ছেন সাধারণ নিম্নবৃত্ত কৃষকেরা। কৃষকরা বলেন আমরা অসহায়, খনন করে মাটি কাটার ফলে আশপাশে আমাদের জমির মাটির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলবে, আমারা সাধারণ কৃষক আমাদের কিছুই করার নেই। ভমিদস্যুদের মাটি কাটা বন্ধ করতে পারেন এমন কেউ কি নেই, যিনি আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করতে পারেন।

স্থানীয় সচেতন মহল বলছেন- নাপিতখালি কাঁঠাল তলা খালের মাঠে বেশ কিছু দিন ধরে গ্রামের সানু, জাহিদুল, জহির মাটি কেটে বিভিন্ন ইটের ভাঁটায় ব্রিক্রয় করছেন বেশ চড়া দামে।

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাটি কাটা বন্ধ থাকার সুযোগে ভাটা মালিকরা অনেকটাই বাধ্য হয়েই চড়া দামে মাটি কিনছেন। খালের পাশে যে ভাবে মাটি কাটছে এতে করে বর্ষা মৌসুমে ফসিল জমির চরম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকৃতি কৃষকরা অসহায় অনুভব করায় নিজেদের ক্ষতি হলেও কোন ঝামেলায় জড়াতে চান না। এছাড়াও মাটি বহনকারী অবৈধ ট্রাক গ্রামের রাস্তায় দ্রুত গতিতে বেপরোয়া ভাবে চলাচলের জন্য চিন্তিত রয়েছেন সুশীল সমাজ।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন এ ধরনের বিষয় কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গায়ে রং লাগিয়ে বিদেশি মুরগির বাচ্চা বানানোর অভিযোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পোল্ট্রি মুরগির বাচ্চরা গায়ে বিভিন্ন রং করে বিদেশি উন্নত জাতের বাচ্চা বলে প্রতারণার মাধ্যমে বেশি দামে বিক্রির অপরাধে রুবেল হোসেন (২০) নামে এক প্রতারক কে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে কালীগঞ্জ কালীবাড়ির মোড় থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক রুবেল নরসিংদি জেলার রায়পুরা থানার সদরকান্দী গ্রামের সিরাজ মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে, প্রতারক রুবেল সকাল থেকে প্রায় ৩শ পোল্ট্রির বাচ্চা বিক্রি করে। গ্রাম থেকে বাজারে আশা সহজ সরল মানুষ গুলি তার প্রতারণার শিকার হন।

প্রতারক রুবেল ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন উন্নত জাতের রং বে রং এর মুরগির ছবি দেখিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতো । তার এই ছবি দেখে সাধারন মানুষ আকৃষ্ট হয়ে বেশি দামে এই পোল্ট্রির মুরগির বাচ্চা কিনে প্রতারণার শিকার হন।

কালীগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, প্রতারণার মাধ্যমে বিভিন্ন রং করে বাচ্চা বিক্রি করছে এমন সংবাদ পেয়ে রুবেল নামের এক জনকে আটক করা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।